যুগান্তর

তারিখ: 22 JUL 2013
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ...

থেকে অবৈধ মালামাল আটক কিংবা আসামি গ্রে
গেলে বিজিবির সদস্যদের কোনো প্রকার সাহায্য
করছেন না জিআরপি পুলিশ। চোরাকারবা
যোগাযোগ থাকায় জিআরপি পুলিশ বরং বিজি
ওপর অসন্তুষ্ট হয়। শুধু তাই নয়, তারা আসামি
মালামাল ছিনিয়ে নিতেও তৎপর হয়ে ওঠে। এ
পুলিশের এক কর্মকর্তা জানান,
ট্রেন থেকে যে পরিমাণ মাদকদ্রব্য কিংবা আম
করেছে তা থেকে উদ্ধার ও আম

রাজধানীতে হেফাজতকে ইফতার মাহফিল করতে দেয়নি পুলিশ

যুগান্তর রিপোর্ট

মাঝে স্যার-ম্যাডামদের চা পরিবেশন করে। মৌসুমী
র কবিতা লেখে। পহেলা বৈশাখে প্রকাশিত দেয়ালিকায়
কবিতায় শিক্ষকদের প্রতি তার শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার কথাই
ড়ে। এরপর ওরা ফিরে আসে বাসায়। রান্না হলে খায়, না
পোস করেই কাটায়। পরিপাটি হয়ে আবারও ছোটে প্রথম
ব। সেখানে বাংলা, ইংরেজিসহ অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি
অংকের জটিল হিসাব। ভারি বিদ্যাপাঠ শেষে স্বাস্থ্যসম্মত
আর একরাশ স্বপ্ন বুকে নিয়ে ফিরে আসে বাড়িতে। এসব
স্বপ্ন ভেঙে যায়। নিদ্রাহীন রাত কাটে ওদের।
ওরা কি পারবে এসব বাধা অতিক্রম করে নিজেকে স্বাবলম্বী করে তুলতে? নাকি অকালেই ঝরে যাবে? প্রথম সূর্যের (একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন) এক ঝাঁক উদ্যমী তরুণ ছেলেমেয়ে স্বপ্ন দেখে একটি শেল্টার হাউস করার।
যেখানে ওদের মতো অসহায় মেয়েশিশুরা নিজেদের স্বাবলম্বী করে তুলতে পারবে। আর পাবে আত্মসম্মানের সঙ্গে দু'বেলা দু'মুঠো খাবার নিশ্চয়তা। আর নিরাপদ আশ্রয়।

...লের খপ্পরে পড়ে বিদেশে যাব না

...দালাল শাহ আলমের
...আর টাকা দিয়ে সৌদি
...র বাসায় কাজ করতেন
...ক অমানবিক শারীরিক
...রের ওই বাড়িতে গৃহ
গৃহকর্তা তাকে কোনো
...ধার করে বাংলাদেশে
...ও ঋণের দায়ে তিনি
...নি। বাধ্য হয়ে আবার
চাকরির খোঁজে পাড়ি
জমান। সেখানে দীর্ঘ দু'বছর কাজ করে অর্থ উপার্জন করে ফিরে এসে তা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করেন।
এবার দেশে এসে তিনি জানতে পারেন, নারীর নিরাপদ অভিবাসন এবং অভিবাসী নারীর সুরক্ষায় কাজ করছে বিভিন্ন সংগঠন। ভারতে না গিয়ে তিনি এখন একটি সংগঠনের একজন সদস্য হিসেবে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করছেন। বাড়িতে ছোটখাটো কাজ করে সংসার কাজ চালাচ্ছেন।

এ সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রয়োজন হলে দেশে দিনমজুরের কাজ করে সংসার চালাব তবু কখনও মিথ্যা প্রলোভনে দালালের খপ্পরে পড়ে আর বিদেশে যাব না। আমরা যারা দালালের মিথ্যা প্রলোভনে সহায়-সম্বল বিক্রি করে ও সুদে টাকা ধার করে বিদেশে যাই, তারা দেশেই ওই অর্থে ব্যবসা অথবা হাতের কাজ করে সাবলম্বী হতে পারবেন। একটু কষ্ট হলেও সামান্য রোজগারের টাকা দিয়ে সংসার চালানো অনেক ভালো।
নিরাপদ অভিবাসন এবং অভিবাসী নারীর সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করতে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে বমসা নামের একটি সংগঠন। শার্শা শাখা ইনচার্জ নূরজাহান রিনার মতে, বর্তমানে মালয়েশিয়া পাঠানোর নামে প্রতারকচক্র নারীদের নানাভাবে হয়রানি ও প্রতারণা করছে। শুধু মালয়েশিয়ায় নয়, পৃথিবীর যে কোনো দেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে নারীরা যাতে জেনে, শুনে, বুঝে যেতে পারেন সেই সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই তারা কাজ করছেন।
তিনি আরও জানান, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও ক্রিশ্চিয়ান এইড অর্থায়নে শার্শা উপজেলার ১১টি ইউনিয়নে তারা নিরাপদ অভিবাসন ও স্থানীয় উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছেন। এ প্রকল্পের আওতায় নিরাপদ অভিবাসনের জন্য নারীদের তথ্য দিয়ে সহায়তা প্রদান করা হয়। বিদেশে যাওয়ার জন্য সরকারি উদ্যোগে নিবন্ধনের পরামর্শ এবং এ কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণাও প্রদান করেন তারা। এ ছাড়া বিদেশে [illegible] দালালদের খপ্পর [illegible]
[illegible]
কাজ।